জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 5th Aug. 1959 { ১২শ সংখ্যা

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

আইনজীবীর মুখে আইনজীবীর স্বরূপ বর্ণন

—•—

স্বাধীন ভারতে এটর্নি জেনারেল শীতলবাদ সম্প্রতি বোম্বাই সহরে আইন ইন্‌ষ্টিটিউটের সভায় বলিয়াছেন—"ভারতীয় আইনজীবীদের দক্ষতা ও নৈতিক মান অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভারতের উকীল-সভা সমূহের যে মর্য্যাদা অল্পদিন আগেও ছিল, তাহা ধূলিসাৎ হইয়াছে। উহা ফিরিয়া আনিবার জন্য অধিকতর দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা আবশ্যক। ব্যবহারজীবীগণের ব্যবহারের মান অনেক উন্নত করিতে হইবে।"

আমরা অতীব দুঃখের সহিত এটর্নি জেনারেল শ্রীশীতলবাদকে নিবেদন করিতেছি যে তিনি তাঁহার স্বপর্য্যায় ভুক্ত ন্যায় বিচারের প্রধান সহায়-গণকে এতদিনে চিনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন! মড়া সহর (জ্যান্ত লোকের কথামত) কলিকাতার স্বনামধন্য স্বর্গত এটর্নি ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন—"We the Lawyers are all licensed FREE BOOTERS." তিনি কথাটা অন্যের হৃদয়ে খুব আঘাত করিবে আশঙ্কায় নিজেকেও রেহাই দেন নাই। আমরা ৺বসু মহাশয়ের উক্তির সৌজন্য বাক্যটির ঠিক বঙ্গানুবাদ দিতে না পারিয়া "লাইসেন্সড্ ফ্রি-বুটার্স এর মানে যাহা যাহা বুঝিয়াছি তাহাই নিম্নে দিলাম—

Licensed—সনন্দ প্রাপ্ত, EREE-BOOTER মানে অভিধানে আছে লুণ্ঠনকারী, জলদস্যু, বোম্বেটিয়া।

উকীল—কবি স্বর্গত রজনীকান্ত সেন লিখিয়া গিয়াছেন—

আমরা জজের প্লীডার,
পাব্‌লিক মুভমেণ্টের লীডার,
আউয়ার কনসেন্স
ইজ এ মার্কেটেব্‌ল্ থিঙ্,
উই সেল টু দি হাইয়েষ্ট বিডার।
বড় হা-ভাতে হরি বোস
পাঁচ টাকার কমে নাই পরিতোষ,
(তাই) মক্কেল দেখায়ে অষ্ট রম্ভা,
উঠে গেল করে ভারী রোষ—
(তখন) আমি শ্রী নিঃস্বার্থ চাকী
(তাকে) চাচা মিঞা বলে ডাকি
(বলি) দু'টাকাতেই আমি ক'রে দিব চাচা!
তোমার ভাবনাটা কি?
চাচাও দেখিল সস্তা,
রেখে গেল কাগজের বস্তা,
চাচা গেলে টাকা বাজাইয়া দেখি
এ দুটো যে বাবা দস্তা!"

কবি—উকীল রজনীকান্ত বহুদিন পরলোকগত হইয়াছেন।

তারপর যখন গান্ধীজী স্বাধীনতা আমদানী করার আসর জমকাইতে ছিলেন। যখন তাঁহার উৎকট ভক্তগণ অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া অনেকে ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগ সুরু করিয়াছেন তখন আমাদের স্বাধীন ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের পৈতৃক জেলা সারণে (ছাপরা) সারণ একাডেমীর ছাত্র রচিত গানটি বিহারীদের মুখে মুখে গাইতে শোনা গিয়াছিল—গানটি পরে সরকার বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তবুও ছোট ছোট পুস্তিকাতে এই গান ছাপাইয়া বিক্রয় হইত। গানটি যতটা মনে আছে গাঠকগণকে পরিবেষণ করিতেছি।

বকিলয়া

হায়! হায়! হায়!
কুছ কহনে না জাত বাটে,
বড় পাপ আবতো
কামাওলে উকীলোয়া।
কাটি কাটি গলা মোরা
রূপেয়া কামাওলে,
হামানিকা ভিখিয়া
মাঙাওলে উকীলোয়া।
হাম তো মুরুখ,
কুছ ভুল চুক
কইলি তো
কাহে নাহি পহিলি
বুঝাওলে উকীলোয়া।
এক ঝুট রহলে যো
হামারা কহলমে,
দশ ঝুট ঘরসে
বানাওলে উকীলোয়া।
গিট্ পিট্ গিট্ পিট্
যায় কছরিয়ামে,
কা কা তুনা জজকো
শুনাওলে উকীলোয়া।
আশা তো লাগে না মনে
জিতবো মকদিমা,
একেবারে ধসানা
গিরাওলে উকীলোয়া।
ডেরা পর আই কর
ল-বুক দেখ কর
হাই কোট আপীল
করাওলে উকীলোয়া।
আপনি হালুয়া ঔর
পোড়িয়া উড়াই কর
হামানিকে শাতুয়া
চাটাওলে উকীলোয়া।

এই গান অহিংস-অসহযোগের সময় বিহার তো বিহার কলিকাতাতেও হিন্দী ভাষা ভাষীরা গাহিতেন। তিন চার জন কেতাব ধরিয়া সুর করিয়া গাহিয়া দুই আনা করিয়া দামে পুস্তিকা বেচিত। আজ শ্রীশীতলবাদ আইন ব্যবসায়ীদের মান মর্য্যাদা উন্নত করার জন্য ভাবিতেছেন। আমাদের স্বাধীন ভারতে স্বয়ং দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা সংবিধান না মেনে বেড়ুবাড়ী পাকীস্তানকে সমর্পণ ক'রে কি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন তাহা কতদূর মর্য্যাদার কথা! তিনিও তো ব্যারিষ্টার। তাঁর মন্ত্রিত্ব লওয়ার সময় যে শপথ লইতে হয়, তাতে ভারতের ক্ষতি করিয়া পাকীস্তানের লাভ করাইয়া দিবার শপথ করা তো ছিল না। তাঁর এই বে-আইনী কাজের সুপারিশ করিবার জন্য ভারত

সরকারের কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী যিনি তিনি পশ্চিম বঙ্গের বিধান মণ্ডলীর নিকট আন্তর্জাতিক মর্য্যাদার দোহাই দেন নাই বড় বড় আইনজ্ঞ যদি এমনি আইন—অজ্ঞ হন তবে শ্রীশীতল বাদ কার কথা ছাড়িয়া কাহাকে ধরিবেন। তাঁহাদের মান মর্য্যাদা উন্নত হইয়া আছে তাহা নামায় কে?

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি আইনজ্ঞ স্বর্গত ৺ডবলিও, সি, ব্যানার্জির আত্মা তারপর সভাপতি স্বর্গত ৺রাসবিহারী ঘোষের আত্মা আজ কংগ্রেস শাসিত ভারতের আইনজ্ঞদের মর্য্যাদা দেখিয়া নিশ্চয় ব্যথা পাইয়া শীতল বাদের কথায় শীতল হউন। আর এক সপ্তাহ পর ভারতের স্বাধীনতা উৎসব।

কেরেলা কি কেড়ে লওয়া হলো?

—০—

এই প্রশ্নের আমরা উত্তর দিতে পারবো না। যাতে ভালো হয় তা মা ভোটেশ্বরী জানেন। কত রাজা মহারাজা কত জমিদার বাড়ীর কত আসবাব —এমন কি ঘটি, বাটি, থালা, গেলাস বেচে দিয়ে, রাজ অট্টালিকা বেচে দিয়ে সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল মনে ক'রে নিরিবিলি দুটি খেয়ে প'রে ভাগ্যি বলে মনে করছে। কোথাকার কেরালা? যা হয় হোক। তদন্ত হবে শুনছি। একটা গান শোন—

গান

বলবো কি কপালের কথা
যায় না গো বলা—
কারো ভাগ্যে অট্টালিকা,
কারো গাছতলা!

কেউ পেটের জ্বালায় দীন ভিখারী,
কেউ করিছে চৌকীদারী,
কেউ করিছে ম্যাজিষ্টারী,
কেউ সদরওলা।

কেউ ফিরিছে হাটে শুধু,
কেউ কিনিছে মিছরী মধু,
কারো ভাগ্যে ডিংলে কদু,
ঝিঙে কাঁচকলা।

দুঃখ করে কত নারী,
তাদের নাইকো ব'লে শাঁখা শাড়ী,
কারো কানে ঝুমকো ঢেরী,
কারো কানবালা।

হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের উপর রিবেট পরিকল্পনার সংশোধন

হস্তচালিত তাঁতের সূতী বস্ত্রের যাবতীয় বিক্রয়ের উপর রিবেট পরিকল্পনা বিষয়ে ভারত সরকার কতিপয় সংশোধন করিয়াছেন। সেগুলি ১৯৫৯ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্য্যকরী করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সূতী তাঁত বস্ত্রের নিম্নলিখিত বিক্রয়সমূহের উপরেই শুধু রিবেট দেওয়া হইবে।

খুচরা রিবেট :— ১। (ক) তন্তুবায় সমবায় সমিতিসমূহ এবং/অথবা রাজ্য সরকারের ডিপোসমূহ হইতে এবং (খ) ক্রেতাদের যে সমবায় সমিতিসমূহ কেবলমাত্র তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলি হইতে হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ের ব্যাপারে কেবলমাত্র হাতে বোনা বস্ত্রের কারবার করিয়া থাকে সেই সকল ক্রেতা সমবায় সমিতির নিকট হইতে, দুই বা ততোধিক টাকা মূল্যের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের প্রকৃত খুচরা বিক্রয়ের উপর টাকা প্রতি ছয় নয়া পয়সা হারে রিবেট।

২। হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আট দিন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত উপযুক্ত উৎসবের দিন উপলক্ষে সাতদিন—বৎসরে মোট এই ১৫ দিন হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের প্রকৃত খুচরা বিক্রয়ের উপর টাকায় ৪ নয়া পয়সা হারে একটি বিশেষ অতিরিক্ত রিবেট দেওয়া হইবে। এইরূপ বিশেষ রিবেট প্রদানের জন্য নির্দ্দিষ্ট আদেশ দেওয়া হইবে।

পাইকারী বিক্রয়ের উপর রিবেট :— তন্তুবায়দের সমবায় সমিতিগুলি কর্তৃক বিক্রীত হস্তচালিত বস্ত্রের পাইকারী বিক্রয়ের উপর টাকায় তিন নয়া পয়সা হারে রিবেট দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্য একসময়ে কেনাবেচার ক্ষেত্রে পাইকারী বিক্রয় বলিতে ১০০ টাকার অথবা উহার উর্দ্ধমূল্যের হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র বিক্রয় বুঝাইবে।

রপ্তানী বিক্রয়ের উপর রিবেট :— নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রতি টাকায় ছয় নয়া পয়সা হারে রিবেট দেওয়া হইবে—(১) তন্তুবায়দের সমবায় সমিতির নিকট হইতে ক্রীত হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র রপ্তানীর উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিগুলি অথবা ষ্টেট ট্রেডিং অর্গানাইজেসন কর্তৃক বিক্রয়ের উপর এবং (২) সরাসরি হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র রপ্তানীকারী সমবায় সমিতিগুলির উপর। —প্রেসনোট

সমাজ উন্নয়ন ব্লক

—০—

পশ্চিম বঙ্গে ১৫৭টি সমাজ উন্নয়ন ব্লক আছে। তন্মধ্যে ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচটি সমাজ উন্নয়ন ব্লক সম্প্রতি রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দপ্তরের আমন্ত্রণে সাংবাদিকগণ পরিদর্শন করিয়াছেন। পাঁচটি ব্লক দেখিয়া উহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সাংবাদিকদের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য তো ব্যর্থ হইয়াছেই, প্রকৃত কাজও বিশেষ কিছুই হয় নাই। মাত্র পাঁচটি ব্লক দেখিয়া অবশিষ্ট ১৫২টি ব্লকের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা খুব কঠিন বলিয়া মনে হয়। ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা হাঁড়ির একটি ভাত টিপিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত ভাত টিপিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। সমাজ উন্নয়ন ব্লক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য পল্লীর জনসাধারণকে সমাজসচেতন এবং উন্নয়নমুখী করিয়া তোলা। এই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তাহা ছাড়া আরও একটা বড় কথা এই যে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও পল্লীবাসীর কোন প্রয়োজনই মিটে নাই। সাত বৎসরের প্রচেষ্টায় এই ব্যর্থতার কারণ কি, তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়। কারণগুলির সন্ধান পাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু প্রতিকার করাই কঠিন বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। ব্লকগুলির পরিচালনভার যাঁহাদের উপর তাঁহারাই ইহার জন্য দায়ী, একথা স্বীকার করা যায় না। কি ভাবে কি কাজ করিতে হইবে, তাহা সরকারের উচ্চ দপ্তরের কর্ম্মচারীরাই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পল্লীর প্রয়োজন সম্বন্ধে যদি কোন ধারণা না থাকে এবং যদি তাঁহাদের আন্তরিকতা না থাকে, তাহা হইলে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে গঠিত হইতে পারে না।

তিলডাঙ্গা এবং ফারাক্কার মধ্যে নূতন রেল লাইন

রেলওয়ে বোর্ড উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বঙ্গের তিলডাঙ্গা হইতে ফরক্কার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে ৩·৬ মাইল ব্রড লাইন স্থাপনের জন্য সমীক্ষা কার্য্যের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহা খাজুরিয়াঘাট—মালদহ রেল পরিকল্পনার একটি অংশ। এই লাইনটি নির্মিত হইলে পশ্চিম বঙ্গ ও মালদহ এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলির দূরত্ব ১০০ মাইল হ্রাস পাইবে। তাহা ছাড়া, এই লাইন নির্মিত হইলে পূর্ব রেলওয়ের মেইন লাইনে গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস পাইবে। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৪৯ থাং ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং শশধর বারিক দিং দাবি ৩৮ টাকা ৯ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাইঝ্যা ৪৪৯ শতকের কাত ১৯৵১৫ আঃ ২৫৲ থং ৩২৩

৫৩ থাং ডিঃ ঐ দেং গদাধর দাস দিং দাবি ২৭ টাকা ৭৫ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৩৪১ শতকের কাত ১১।।১০ আঃ ১০৲ থং ১৫৬

৭৭ থাং ডিঃ ঐ দেং অরুণশঙ্কর শুকুল দিং দাবি ৭৪ টাকা ৮৯ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৯৩৮ শতকের কাত ৪৫৶/১২ আঃ ৫০৲ থং ১৯৫ অধীনস্থ ১৯৬ হইতে ১৯৯

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৪ মনি ডিঃ সরোজমোহন মজুমদার দেং সুধাংশু-ভূষণ মজুমদার দাবি ৫৩৮ টাকা ৮ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে জগতাই ৩-২৮ শতকের কাত ৮।২ দেন্দারের অর্দ্ধাংশ আঃ ২০০৲ থং ৩৪৬, ২নং লাট ২-৭৯ শতকের কাত ৬।৵১০ দেন্দারের অর্দ্ধাংশ আঃ ৫০৲ থং ৩৪৪; ৩নং লাট থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে রাধানগর ১২-২৩ শতকের কাত ১০৸৩ দেন্দারের অর্দ্ধাংশ আঃ ১০০৲ থং ৬১২; ৪নং লাট থানা সুতী মৌজে জগতাই ৬৮ শতক জমি দেন্দারের অর্দ্ধাংশ আঃ ১০০৲ থং ৩২৭; ৫নং লাট মৌজাদি ঐ ১-৪৯ শতকের কাত ৫৲ দেন্দারের ½ অংশ আঃ ৩০৲ থং ১৬৬; ৬নং লাট থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ছোটকালিয়াই ১-৪৫ শতকের কাত ৪৲ দেন্দারের ½ অংশ আঃ ২০৲ থং ৭৪,

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জ বা কু সু ম তৈ লে র গু ণ অ তু ল নী য়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্টহয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

—০—

মহিসার, হরিপুর ও খরগ্রাম হইয়া কান্দী হইতে পারুলিয়া পর্যন্ত রুটে যে যাত্রীবাহী বাস চলিবে তৎসম্পর্কে একটি স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য যথা-নির্দিষ্ট ফরমে (মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারীর অফিস হইতে পাওয়া যাইবে) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। এই রুটের বাস বর্ষাকালে অর্থাৎ, জুন হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কুলি হইয়া চলিবে এবং বৎসরের অবশিষ্ট সময় অর্থাৎ নভেম্বর হইতে মে পর্যন্ত মহিসার, হরিপুর ও খরগ্রাম হইয়া চলিবে। দরখাস্ত দিবার শেষ তারিখ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ (২) রঘুনাথগঞ্জ—বোথারা রুটে যাত্রীবাহী বাসের সম্পর্কে একটি স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য (যথানির্দিষ্ট ফরমে) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্ত দিবার শেষ তারিখ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ (৩) লালবাগ—আখেরিগঞ্জ বাসরুটের পারমিট হোল্ডার শ্রীবিমলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী উক্ত বাস সার্ভিস বহরমপুর পর্যন্ত বাড়াইয়া দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকিলে উহা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পেশ করিতে হইবে। প্রাপ্ত নিবেদন সমূহ বিবেচনার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাসময়ে জানান হইবে (৪) লালবাগ হইয়া বহরমপুর—পাহাড়পুরঘাট রুটে যে যাত্রীবাহী বাস চলিবে তৎসম্পর্কে একটি স্থায়ী রুট পারমিট মঞ্জুর করার জন্য, প্রাপ্ত বিবরণাদিসহ আবেদনকারীদের তালিকাগুলি মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারীর এবং জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা অফিসগুলির নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে কোন নিবেদন থাকিলে উহা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পেশ করিতে হইবে। দরখাস্ত সমূহ ও নিবেদনগুলি বিবেচনার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে জানান হইবে।

স্বাঃ এ, সি, চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটারী, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

ভারতে অড়হরের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থ ও পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৮-৫৯ সালে সমগ্র ভারতে ৫৮,৯০,০০০ একর জমিতে ১৬,৬২,০০০ টন অড়হর ডাইল উৎপাদন হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৫৬,৯০,০০০ একর জমিতে ১৪,১২,০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে একর প্রতি ৬০২ পাউণ্ড অড়হর ডাইল উৎপন্ন হয়; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৫৫৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৪ শতাংশ কম উৎপন্ন হইয়াছিল।

—প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

ভারতে বিদেশী কোম্পানী

গত ৩১শে মার্চ্চ (১৯৫৯) ভারতে ৫৭২টি বিদেশী কোম্পানীর শাখা অফিস ছিল। এগুলির অর্দ্ধেকেরও বেশী কোম্পানীর শাখা অফিস পশ্চিম বঙ্গে ছিল। সেগুলির সংখ্যা ২৯৫। বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিদেশী কোম্পানীর শাখা অফিস ছিল যথাক্রমে ১৬৫ ও ২৬। আসামে বিদেশী কোম্পানীর শাখা অফিস ছিল ২৯টি। আর দিল্লীতে ২৮টি বিদেশী কোম্পানীর প্রধান শাখা অফিস ছিল।

—প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্য মঞ্জুর

ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী পদাধিকার-বলে ইণ্ডিয়ান পিপল্‌স্ ফেমিন ট্রাষ্ট ফণ্ডের সভাপতি। উক্ত তহবিল হইতে তিনি কাশ্মীর উপত্যকার বন্যা-প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ১৫ হাজার টাকা ও মহীশূরের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ৫ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

—প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

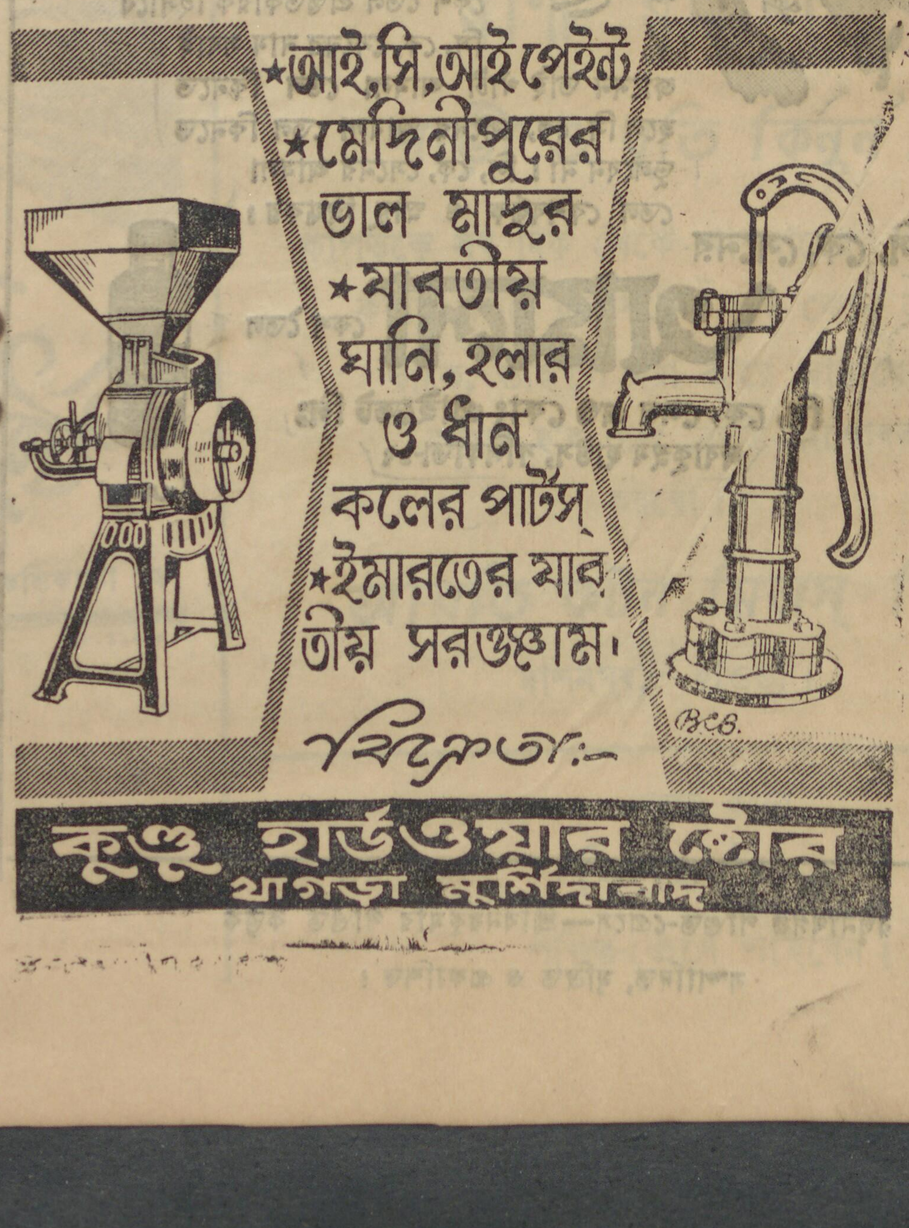

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট. কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।